মাধবীদের ঈশ্বর-১০

নন্দিনী হোসেন

উড়ে উড়ে উড়ে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মেয়েটির নগ্ন পায়ের গোড়ালী থেকে ঝুলে আছে এক জোড়া রুপালী মল। আকাশের গায়ে কখন ও আঁধার, কখন ও আলোর লুকোচুরী খেলার ভিতর এতক্ষন তির তির সুখে কাঁপছিল সে। ভেবেছিল এখানে পিছু নেবে না কোন হাত। কেউ তাকে ধরতে আসবে না। সে স্বাধীন ! নিজের ইচ্ছামত শ্বাস টেনে নেবে, বের করে দেবে যত দূর সম্ভব সব টুকু শক্তি জড়ো করে। কি উল্লাস ! কি উল্লাস ! স্বাধীন, মুক্ত হওয়ার আনন্দে পৃথিবী ব্যাপি আলো ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করছিল তার.....।

তার সে উল্লাস বেশীক্ষন টেকেনি। অন্ধকার সরানো তো হয় ই না, আর ও ঘন হয়ে আধাঁর নামে যেন। এক জোড়া শক্ত, লোমশ, ধাতব হাত এঁকে বেঁকে ধেয়ে আসছে - দেখতে পেয়ে মেয়েটির পৃথিবী আবার অন্ধকারে ঢেকে যায়। গলার ভিতরে যেন চৈত্রের নিদাঘ নেমে আসে । খানিক আগের সব উল্লাসে ঝুর ঝুর তুষার ঝরে বরফ জমে যায়। ছোট্ট শরীর কে মনে হয় এক পাহাড় সমান বোঝা ! একে কি করে সে আগলে রাখবে,বয়ে বেড়াবে ! প্রাণপন চেষ্টায় একটু এগোয় তো পেছোয় অনেক খানি ......।

হাত পা গুলো যেন বাতাসের ভিতর ঢেউ সরাতে সরাতে রনে ভংগ দেওয়ার প্রান্তে এসে পরেছে। এত কষ্ট ! এত কষ্ট ! শরীর টাকে মোঁচড় দিয়ে দ্রুত করতে কত ই না কসরত করে চলে মেয়েটি। হাল্কা দেহ টা এত ভারী হলো কখন ! ধাতব, কর্কশ হাত জোড়ার কাছে সে ধরা পরবে এবার নিশ্চিত ! চিৎকার কেউ শুনবে না জেনে ও অমোঘ নিয়মে সে গলা ফাটিয়ে ফেলতে চায় চিৎকার করে ....! সাত আসমান,সাত জমিন বিদীর্ণ করে পেঁজা তুলার মত উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে তার ....!

নদীর সাথে রাতে ঘুমায় যে মেয়েটি, সে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছে ব্যাপারটি। তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে অদ্ভুত গোঙ্গানী এবং ফুপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে। প্রথমে কিছুই বুঝতে পারে নি সে। বিছানায় উঠে বসে ঘুম চোঁখে । এ দিক ওদিক তাকিয়ে চোখ জাড়া নদীর বিছানায় পরতেই - শব্দের উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হয় সে। খানিক্ষন ঢুলু ঢুলু চোঁখে দেখে নিয়ে আবার ঘূমানোর চেষ্টা করে। কি জ্বালা ! ঘুম কি আর আসে....।

দিনের বেলা দিব্বি ভালোমানুষ রাতে ঘুমালেই যেন অন্য এক চরিত্র হয়ে যায়। মেয়েটি এখন একাই থাকে এই রুমে। নদী কতবার বলেছে তার নিজের রুমে চলে যেতে। সে যায় নি। মাঝে কিছু দিন তেমন কিছু টের পায় নি। মেয়েটি খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। আগে এমন হলে তার খুব ভয় করত, এখন অনেকটা গা সহা হয়ে গেছে। ভেরা সেদিন তাকে কাছে নিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেছিল

নদী আর আগের মত আচরণ করে কি না ....

এখন আগের চেয়ে অনেক কম, কেন?

উত্তর শুনে ভেরা খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠে। মেয়েটির সম্পুর্ণ অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে নিজের সাথে কথা বলতে শুরু করে। এরকম সে প্রায় ই করে। মাঝে মাঝে অন্য লোকের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে এমন ভাবে কথা বলে যেন সে ছাড়া আর কেউ নেই আশা পাশে। মেয়েটি এটা জানে। অনেকবার দেখেছে। তাই কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে বুঝার চেষ্টা করে ভেরা আসলে কি বলছে। সে জানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু হয়ত জানা যাবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই মুস্কিল। হেসে বলবে, এই টুকু পুচকে মেয়ে - এখনি জানতে চাও সব ? জানার দরকার নেই। মেয়ে মানুষের যে কত জ্বালা আরেকটু বড় হও ,তখন ঠ্যালা বুঝবে ! এখানকার ছোট বড় সব মেয়েকেই সে এই কথা অনেক বার করে বলেছে.....। অবশ্য তার এসব কথা জুলিয়ানা কিংবা ঝুমুরের কানে এখন ও যায় নি। যাওয়া যে ঠিক হবে না এটা সে ভালো করে ই বুঝে। তাই মাঝে মাঝে মেয়েদের মাথায় আদরের ভঙ্গীতে আলতো হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে ,যাও এখন। এসব কথা আর কাউকে বলো না!

মেয়েটি কি করবে ভেবে পায় না। সে কি দরজা খুলে কাউকে ডেকে আনবে, নাকি আর ও কিছুক্ষণ দেখবে। ভেবে সিদ্ধান্ত নেয়, যদি অবস্থা আর ও খারাপ হয়, তখন না হয় কাউকে ডাকবে। তার একটু একটু ভয় ও যে লাগে না তা নয়।
অবশ্য আগে এরকম কিছু দেখলেই ভয়ে কেমন হাত পা ঠান্ডা হয়ে যেত। বিশেষ করে যখন গোঙ্গানীর সাথে সাথে মুখ দিয়ে ফেনা বের হতো ,আর সেই সাথে নিজের শরীর খামচাতে শুরু করত,তখন।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে যখন এসব ভাবছিল, তখন খেয়াল করে নি - হঠাৎ তাকিয়ে দেখে নদী বিছানায় বসে ভয়ার্ত রকম হাঁপাচ্ছে। সে এক পা এগিয়ে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ায়। তার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। নদী তার দিকে এমন করে তাকাচ্ছে কেন !
সাহস করে বলে,

স্বপ্ন দেখেছেন ? পানি দেই, পানি খান। ভয় নাই !
কথাগুলো বলতে পেরে মেয়েটি অবাক হয়ে যায়। তার খুব ভালো লাগে। নিজেকে অনেক বড় এবং দায়িত্বশীল মনে হয়।

উত্তরের অপেক্ষা না করে সে নিজেই পানি ঢালতে শুরু করে প্লাস্টিকের গ্লাসে। এ ঘরে কাঁচের গ্লাস প্লেট ইত্যাদি কিছুই রাখা হয় না। জুলিয়ানার নির্দেশ।
পানি হাতে নদীর খুব কাছে দাঁড়ায়। তার খুব, খুবই ইচ্ছা করে ভেরা যে রকম মাঝে মাঝে তাদের মাথায় হাত রেখে আদর করে - ঠিক সেরকম সেও নদীর মাথায় হাত রাখে। রেখে বলে, কোন ভয় নেই আপনার !আমি আছি, আমরা আছি না ?

নদী হাত বাড়িয়ে গ্লাস টা নেয়। তার চোঁখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পরছে। বুক টা এখন ও উতাল পাতাল করছে। এখন ও ভয় কাটেনি পুরোপুরি। কেমন খরখরে শুকনো গলায় বলে,
তোমার ঘুম ভাঙ্গালাম না ? স্যরি !আমার যে কেন এরকম হয় .....! ঘুমালেই এসব হয় !
লাইট টা একটু জ্বালাবে ? এখন এই আলো একদম আমার ভালো লাগছে না । কেমন ঘোলাটে,ভয়

ধরানো।
মেয়েটি নদীর কথা মত মাথার উপর বড় আলো টা জ্বালিয়ে দেয়। দেয়াল ঘরিটার দিকে তাকায়। রাত মাত্র তিনটে বাজে। নদী মেয়েটাকে বলে , তুমি শুয়ে পরো। আমি চোঁখে মুখে পানি দিয়ে আসি। এখন আর ঘুমাবো না।

নদী বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে গেলে মেয়েটি জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে বিছানার এক কোণে।

সকালে রুম থেকে বেরিয়ে যাবার সময় নদী তাকে বলে, আজ থেকে তুমি আর আসবে না আমার রুমে। ঠিক আছে ?

মেয়েটি হ্যা না কিছুই বলে না। এক পলক তাকিয়ে বের হয়ে যায়।
হুহ ! আসবে না বললেই হলো !কেন যে তার ইচ্ছা করে দৌঁড়ে দৌঁড়ে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাকি রাস্তাটুকু এক লহমায় পার হয়ে যেতে। গিয়ে বন্ধুদের বলতে, তোমারা দেখ গত রাত না আমি একটু ও ভয় পাই নি ! একটু ও না !মনটা কেমন ভেজা ভেজা লাগে কথাগুলো ভাবতে।

মেয়েগুলো সব প্রার্থনার ঘরে ঢুকে গেছে ইতিমধ্যেই। তার কি একটু দেরী হলো আজ ? ভেবে পায় না। তা তো হওয়ার কথা নয়। এখন ও ঘন্টা বাজে নি। এখানে দিন শুরু করা হয় ঘন্টা বাজিয়ে। চার্চের ঘন্টার মত শব্দ হয়। খুব ভালো লাগত তার চার্চের ঘন্টার শব্দ শুনতে। অপেক্ষা করে থাকত কখন সেটা বাজবে। ঘন্টা বাজা মানে, মার বাড়ি ফেরা। তারা তখন সাফারী পার্ক টা থেকে মাইল খানেক দূরে একটা ছোট দুই রুমের বাসায় থাকত, আর ও চারজন নারীর সাথে। সবার ই পরিচয় এক। কারো ঘর সংসার নেই। নেই কোন সঙ্গী। অথবা কখন ও ছিল, ফেলে চলে গেছে। অবশ্য তার মার মত অন্য কারো কোন সন্তান ছিল না। কারো দিনে কাজ। কারো বা রাতে । এক যায়গায় সবার রান্নাবাড়া সব। গাদাগাদি জীবন। মা বিদেশী টুরিষ্ট দের কাছে এটা সেটা ঘুরে ঘুরে বিক্রি করত। বাপ কে সে জানে না। কখন ও দেখেনি। মাকে কখন ও এ ব্যাপারে কিছু বলতে শুনেনি। সে ধরেই নিয়েছিল তার বাবা নামক কেউ কখন ও ছিল না.... আরেকটু বড় হয়ে সে তার মত আর ও কিছু ছেলে মেয়েদের দেখে ধারণা করেছিল, হয়ত সব ছেলেমেয়ের বাবা থাকে না। তবে মা একজন থাকে !

সেই মা ও কিনা এক দিন আর ফিরে এলো না ! দুপুরের ঘন্টা বেজেছে। সন্ধা, রাত, পরদিন। তারপর দিন। কতদিন, কত রাত, কত শত গির্জার ঘন্টা ! কেউ কোন খোঁজ দিতে পারে নি।

সেই থেকে, আট বছর বয়সে আরেকজন নারীর সহায়তায় এখানে এসে পরেছে.....। তার মতো ঠাঁই হীন,পরিচয়হীন ভেসে বেড়ানো শত শত মেয়েদের ঠিকানা এখন এই হোম।

সকাল বেলা প্রার্থনার এই সময় টায় ঘন্টার শব্দ শোনার জন্য সে কান পেতে থাকে। এখানে দুপুরের খাবারের সময় ও ঘন্টা বাজে।

মাঝে মাঝে মনে হয় এক দিন এই ঘন্টা বাজার শব্দের সাথে সাথেই তার মা এসে হাজির হবে। হন্তদন্ত

হয়ে । এসে বলবে, দেরী হয়ে গেল। খেয়ে নে তাড়াতাড়ি, আমাকে এক্ষুনি আবার বেরুতে হবে। খেয়ে নে। না হলে জিনিষগুলো বিক্রি হবে না। নে, তাড়াতাড়ি খা, তাড়াতাড়ি খা.....!

মাথার ভিতর শব্দ গুলো মাঝে মাঝেই নড়াচড়া করে উঠে। পোকার মত কামড়ায় থেকে থেকে। একটি মেয়ে তার দিকে চোঁখ পরা মাত্র হাতের ইশারায় কাছে ডাকে। যাবে কি না ভাবতে ভাবতে মেয়েদের ভীড়ে মিশে যায় সে। কিছু দুরে জুলিয়ানা তার নিজের জায়গায় বসে আছেন। সবার দিকে তার তীক্ষ্ন নজর। ঘুরে ঘুরে চোঁখ বুলিয়ে নিচ্ছেন সবার মুখের উপর দিয়ে । যেন আলতো ছোঁয়ায় জাগিয়ে দিচ্ছেন তার জীঁয়ন কাটি ছুঁইয়ে।

নদীর আজ কিছুটা দেরী হয়ে যায় অন্য দিনের চেয়ে। একবার ভেবেছিল যাবে না। কিন্তু সেটা ঠিক হবে না মনে হওয়াতে সিদ্ধান্ত পালটায়।

ঝুমুর দি নেই দেখে খুব অবাক লাগে তার। জুলিয়ানা তাকে দেখে মৃদু হাসেন। সবাই চুপ করে আছে। কেউ চোঁখ বন্ধ করে কেউ খুলে তাকিয়ে আছে যার যে দিকে ইচ্ছা। নদী চোঁখ বুজে ফেলে। গভীর ভাবে শ্বাস টেনে নেয় একেবারে নাভিমূলের সীমান্ত অবধি....।

আজ কিছুতেই মনটা স্থির হচ্ছে না। মনে এত প্রশ্ন,এত অশান্তির ভীর। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মেঘের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে । মনের কোণে ঘাই উঠে একটি প্রশ্ন বার বার খোঁচাতে থাকে।
ঝুমুরদি নেই কেন ! আজ পর্যন্ত তো কখন ও এমন হয়নি। সে এখানে এসেছে প্রায় চার মাস হয়ে গেলো, কখন ও দেখেনি ঝুমুরদি অনুপস্থিত ! নাকি শরীর টরীর খারাপ করল ? জুলিয়ানার মুখ টা ঠিক এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না আর। নদী মাথা থেকে এই ভাবনা গুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে চায়। মন টা কে সুস্থির করা দরকার। খুব এলোমেলো , অগোছালো লাগছে নিজেকে।

খাবার ঘরে গিয়ে ভীষন্ন মনে বসে থাকে নদী। ভেরা তার সহকারীদের নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। মেয়েরা কি সুশৃংখল, সুন্দর ভাবে বসে পরেছে যার যার জায়গায়। কারো চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই তাদের মনের খবর। ভেরা থলথলে শরীর নিয়ে সারাদিন কি খাটুনীই না খাটে। অথচ তাকে দেখলে মনে হয় সে বেশ ফুর্তিতেই আছে ! আসলেই কি ....? ইচ্ছা হলো তো কখন ও তারস্বরে গান গায়। কখন ও একা একাই কথা বলে,কে শুনল কি শুনলো না,তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই।
একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, এসব কি গান গাও ভেরা? কিছু উত্তর না দিয়ে গান আর ও উচ্চগ্রামে তুলে দিয়েছিল। গান শেষ করে বলেছিল,কষ্টের গান গাই গো মেয়ে ! গানের সুরের ভিতর দিয়ে ভিতরের কান্না টা বের করে দেই। মন হাল্কা হয়... ।

তার গানের সুর অনেক সময় নদীর কানে কাঁন্নার মতোই শুনায়। কথা না বোঝে ও সে আন্দাজ করতে পারে, সুরের ভিতর দিয়ে যেন তার হৃদয়ের হাহাকার ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে পরছে...!

নদী এলোমেলো পায়ে নিজের রুমে ঢুকে কিছু পেন,পেনসিল নিয়ে নেয়। এখুন ই ক্লাস শুরু হয়ে যাবে।
শরীর,মন কিছুই যেন ঠিকমত চলতে চাচ্ছে না। জোর করে চালাতে হচ্ছে। অবশ্য সে এও জানে, ক্লাসে গিয়ে মেয়েদের সাথে কাজ শুরু করলেই তার মন ভালো হয়ে যাবে। নানান জনের নানান

কথা,নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে তার ভালো ই লাগে। কিছু সময় অন্তত নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায় এদের মাঝে গেলে। ভুলে থাকা যায় জীবনের নানা ছোট-বড় খল চরিত্র গুলোকে !

ঝুমুর দির সাথে কাল রাতের পর থেকে আর দেখা নেই। মন টা কেমন উসখুস করছে ! প্রতিদিন ই সকাল বেলা রুম থেকে বের হয়ে, হয় তার রুমের সামনে, নয়তো প্রার্থণা রুমে দেখা হয়। আজ সকাল বেলা টা কি গতকাল রাত থেকে খুব বেশী দূরে !এমন কি অদল বদল হয়ে গেল এক রাতের মধ্যে, যে তিনি প্রার্থনা রুমে নেই,খাবার রুমে নেই। কোথা ও নেই । ও দিকে জুলিয়ানা ও কেমন নির্বিকার ! চেহারায় কোন তাপ উত্তাপ নেই....!

নদী অনেকটা ক্লাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে ও থমকে দাঁড়ায়। তার খুব ইচ্ছা করে ফিরে গিয়ে ঝুমুরদির রুম টা একবার দেখে আসে। এমন ও তো হতে পারে তিনি রুমে শুয়ে আছেন। শরীর খারাপ। অথবা কোন কারণে মন খারাপ। কথা টা মনে হতেই কয়েক পা ফিরে গিয়ে ও নিজেকে সামলে নেয়। অবাক হয়ে উপলব্ধি করে, কোথা থেকে যেন একটা দূরন্ত সংকোচ এসে হানা দিয়েছে মনে ! সে আর এগুতে পারে না। মনে একটা অদ্ভুত অশান্তি নিয়ে ফিরে চলে ক্লাসের দিকে....।

চলবে........।